দৈনিক ইত্তেফাক

১৪/৮/২০০১

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

শিবির-ছাত্রলীগ সংঘর্ষ ॥ আহত ২২
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গতকাল সোমবার বেলা পৌনে ১১টায় ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘটিত ভয়াবহ সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ২০/২২ জন আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা সংকটাপন্ন। প্রায় ২ ঘন্টা স্থায়ী সংঘর্ষ আর সহিংসতায় পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটায় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করিয়াছে। গুরুতর আহত ৫ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাহাদের মধ্যে ২ জনকে পরে ক্লিনিকে স্থানান্তর করা হয় বলিয়া জানা যায়। অন্য আহতদের বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হইয়াছে বলিয়া পুলিশ জানায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গতকাল দুপুরে জারিকৃত এক নোটিসে ছাত্রদেরকে গতকাল বিকাল ৩টার মধ্যে এবং ছাত্রীদেরকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সংঘর্ষে গুরুতর আহতরা হইতেছেঃ ফৌরদৌস ভূঁইয়া (গণিত শেষ বর্ষ), ফারুক আহমদ (গণিত শেষবর্ষ), জাহাঙ্গীর কবির অয়ন (অর্থনীতি শেষবর্ষ), মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (অর্থ বিজ্ঞান শেষবর্ষ) এবং মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন (ইসলামী শিক্ষা ২য় বর্ষ) আহতদের মধ্যে

(২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রথম ৩ জন ছাত্রলীগ এবং শেষের ২ জন ছাত্রশিবির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাকর্মী। এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ফজলী হোসেন জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় এবং আরও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা আশংকায় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। পুলিশ জানায়, সংঘর্ষকারীরা ক্যাম্পাসের বিভিন্নস্থানে লাঠিসোঁটা, রড এবং বিভিন্ন ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নির্বিচারে ব্যবহার করিয়াছে। সংঘর্ষকালে উভয় সংগঠন কমপক্ষে ৬০/৭০ রাউন্ড গুলীবর্ষণ করিয়াছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনিতে ১৪ রাউন্ড ফাঁকা গুলী বর্ষণ করে। পুলিশ আরো জানায়, বেলা পৌনে ১২টায় ছাত্রলীগের কিছু নেতাকর্মী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আচরণবিধি লংঘন করিয়া মিছিল করার উদ্যোগ নিলে পুলিশ বাঁধা দেয়। এক পর্যায়ে পুলিশ মিছিলকারীদের ছত্রভঙ্গ করিতে মৃদু লাঠিচার্জ ও ফাঁকা গুলী বর্ষণ করে। ইহারপরই আবদুর রব হলের ঝুপড়ির ভিতর হইতে শিবির কর্মীরা বাহির হইয়া আসিলে উভয়পক্ষে প্রথমে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও পরে সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। ছাত্রলীগের পক্ষ হইতে গতকাল ক্যাম্পাসে সংঘটিত সহিংস ঘটনার জন্য ছাত্রশিবির ও পুলিশকে দায়ী করিয়া বলা হয়, উহারা জোটবদ্ধ হইয়া ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের উপর হামলা চালাইয়াছে। একদল ছাত্রলীগ নেতাকর্মী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বরাবরে একটি স্মারকলিপি প্রদানের উদ্দেশ্যে যাইবার মুহূর্তে এই হামলার শিকার হইয়াছে। ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃবৃন্দ গতকাল জানান, ভিসি ও ছাত্রলীগের আঁতাতের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য গতকালের ঐ ঘটনা ঘটাইয়াছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনার প্রেক্ষিতে গতকাল নগরীর একটি রেস্তোরাঁয় ছাত্রশিবিরের একটি তাৎক্ষনিক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় ও মিছিল-সামাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, অবিলম্বে ও বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া বৈধ ছাত্র[illegible] তুলিবার ব্যবস্থা না করিলে [illegible] হরতালসহ কঠোর [illegible] অপরদিকে, নেতা[illegible] ক্যাম্প[illegible] পৌনে [illegible] পাশাপাশি [illegible] ভবনের সামনে পুলিশের [illegible] ছাত্রলীগ [illegible] জন্য ভিসির নিকট [illegible] ও কর্মসূচি [illegible] স্বীকার হয়। ছাত্রলীগ কর্মীরা [illegible] ভবনের সামনে [illegible] ও ২ জন শিবির কর্মীদের হাতে আহত হইতে ও লুটতরাজ হইয়া [illegible] চলিয়া যায়। ছাত্রলীগ সময় কর্মসূচি [illegible] ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে [illegible] রড, লাঠিসোঁটা, দা, পাশাপাশি [illegible] ছাত্রলীগ কর্মী শিবির কর্মীদের হাতে আহত হয়। সংঘর্ষকারীরা প্রথমে রড, লাঠিসোঁটা, ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করে। পরে বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র হইতে গুলীবর্ষণ শুরু হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হইয়া উঠে। ভিসি আরও জানান, ভিসি জানিলে প্রায় ৯টি হইতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীর একটি দল তাহার নিকট একটি স্মারকলিপি দিতে আসিতেছে। পরে ভিসি জানিতে এবং হতাহত করার জন্য পুলিশ তাহাদের বাধা দিয়াছে। পরে গুলীর শব্দ শোনা যায়। চাকুষ বিভিন্নের পাশে ১টি ছেলেকে ধারালো অস্ত্র দিয়া গুরুতরভাবে জখম করা হইয়াছে এবং একটি সংঘর্ষের কর্মীরা আবদুর রব হলের [illegible] ছাত্রলীগ কর্মীরা [illegible] এইসব খবর [illegible] নেতৃবৃন্দ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] হামলাকারীদের [illegible]